হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ কলকাতা ✳ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিতেও বলা হয় আক্রমণই প্রতিরক্ষার উত্তম উপায়। ভারতের উচিত ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পরই তাকে জীর্ণ দুর্বল করার, নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা। যে কাজ পাকিস্তান ভারতের ক্ষেত্রে করে চলেছে।"

—শিবপ্রসাদ রায়

আমাদের কথা

সংগঠনের এক বছর পুরো হল। কাগজের হল ছ'মাস। দুটোতেই উৎসাহ যথেষ্ট এবং গ্রাফের রেখাটা উপরের দিকে। বিশেষ করে ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভা কর্মীদের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে, সমর্থকদের আনন্দিত করেছে। কিন্তু এর ফলে দায়িত্ব গিয়েছে অনেক বেড়ে। কারণ, কর্মী ও সমর্থকদের মনে সংগঠন সম্বন্ধে প্রত্যাশা বেড়ে গিয়েছে। এই প্রত্যাশা সামাল দেওয়া খুব সহজ হবে না। এই বিষয়ে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের কাজকে বাড়ানোরও এটাই সব থেকে ভাল সময়। কিন্তু কাজ বাড়ানো মানে শুধু সংগঠন বাড়ানো নয়। সংগঠন বৃদ্ধি আমাদের অন্তিম লক্ষ্য নয়। সংগঠনের জন্য সংগঠন করা নয়। হিন্দুসমাজের সমস্যা, ইস্যু হাতে নিতে হবে। অত্যাচারিত নিপীড়িত হিন্দুর উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। অপমানিত হিন্দুর সম্মান ফিরিয়ে দিতে হবে। হিন্দু মা-বোনের সম্মান রক্ষা করতে হবে। হিন্দুর দেবদেবী ধর্মস্থান রক্ষা করতে হবে। অবৈধ মসজিদ-মাজার-কবরস্থানের প্রসার রুখতে হবে। ভিটে ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে হিন্দুর পলায়ন রুখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে রক্ষা করতে হবে। এগুলোর জন্যই সংগঠন।

হিন্দু সংহতি'র প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ভরা হল থেকে এক বছরে ভরা মাঠে

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী 'হিন্দু সংহতি'র প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এক বিরাট জনসভা হয়ে গেল শিয়ালদার কাছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। পশ্চিমবঙ্গের দূর দূরান্ত গ্রাম এমনকি উত্তরবঙ্গের মালদহ থেকেও হাজার হাজার যুবক যুবতী, মহিলা ও কাজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, অলিখিতভাবে 'বন্দেমাতরম' বলা নিষিদ্ধ কাশ্মীরের পুঞ্চ এলাকায় কেমন করে তপনদা 'বন্দেমাতরম'-এর প্লাবন ঘটিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশে শ্রী কল্যাণ সিং মন্ত্রিসভার সদস্য ও

পশ্চিমবঙ্গে লস্কর-ই-তৈবা নিশ্চিন্তে কাজ করছে

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দা সফিকুল ইসলাম। মুসলিম যুবকদেরকে লস্কর-ই-তৈবা নামক জেহাদী সংগঠনে টেনে আনার কাজে সে সিদ্ধহস্ত। তারই রিক্রুট করা দু'জন হাসান মাস্টার ও মুস্তাক গত জুলাই মাসে সি.আই.ডি. পুলিশের জালে ধরা পড়ল। তাদেরকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারল যে কুখ্যাত কাশ্মীরি জঙ্গী সিকন্দর আজমকে তারাই আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। এই সিকন্দর আজম করাচীর বাসিন্দা। কাশ্মীরের পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। করাচী থেকে সে প্রথমে এসেছিল বাংলাদেশে। সেখানেই সফিকুলের সঙ্গে আজমের পরিচয় হয়। সফিকুল তাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসে। তারপর তাকে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে যায়। আর একজন কুখ্যাত লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গী ইকবালকেও নেপালে পালাতে সফিকুল সাহায্য করে। এসব তথ্যই জানিয়েছে পুলিশ।

২৬ নভেম্বর মুম্বই জেহাদী হামলার পর

পলায়ন রুখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে রক্ষা করতে হবে। এগুলোর জন্যই সংগঠন। সংগঠনের জন্য সংগঠন নয়। হিন্দু সংহতির কাজে যারা যুক্ত হতে চায়, তাদেরকে প্রথম থেকেই এই কথাগুলি জানিয়ে দিতে হবে। এই কাজগুলি একটি সংস্থার কর্মসূচী মাত্র নয়। এগুলি আজ ঐতিহাসিক প্রয়োজন। এই কাজগুলি না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে থাকবে না। থাকলেও কাশ্মীরের মত অবস্থা হবে। এই ঐতিহাসিক ভূমিকা হিন্দু সংহতি পালন করতে পারবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু, আমরা হিন্দু সংহতির কর্মীরা এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সফল হই বা না হই, হিন্দু হিসাবে আমাদের ধর্ম তো পালন করতে পারব। আমাদের ধর্ম পূজাপাঠ নয়। আমাদের ধর্ম হিন্দু রক্ষা, হিন্দুস্থান রক্ষা। এই ধর্ম আমরা পালন করব।

সকলকে স্পষ্ট করে বুঝতে হবে ও বোঝাতে হবে—এই হিন্দু রক্ষার কাজ শুধু একভাবে করা যায় না। বহুভাবে এই কাজ করা যায়। প্রত্যক্ষ লড়াই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যেমন এই কাজ করা যায়, ঠিক তেমনি অর্থ দিয়ে, সম্পর্ক দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বিদ্যা দিয়েও এই কাজ করা যায়। যে করে, সে-ই ধার্মিক। যে করে না, ধর্মের বিচারে সে পাপী, ইতিহাসের বিচারে সে দেশদ্রোহী। একটু বুঝিয়ে বলা যাক। একটি গ্রামে একজন এম.এ. পাস করা স্কুল শিক্ষক আছেন। হিন্দু ধর্মের বড় বড় কথা বলেন। হিন্দু সংহতির কর্মীদেরকেও দেখা হলেই খুব উপদেশ দেন। কিন্তু কখনো একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন না। ওই গ্রামে একটি নাবালিকা হিন্দু মেয়েকে একজন মুসলমান ধোকা দিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে চলে গেল। মেয়েটির বাবা-মা খুব গরীব ও অশিক্ষিত। তারা এলেন হিন্দু সংহতির কর্মীদের কাছে। সংহতির কর্মীরাও খুব উচ্চশিক্ষিত নয়। থানায় একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে হবে। এখন এই

শেষাংশ ২য় পাতায়

দূর দূরান্ত গ্রাম এমনকি উত্তরবঙ্গের মালদহ থেকেও হাজার হাজার যুবক যুবতী, মহিলা ও নাগরিকবৃন্দের সমাবেশে পার্কটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। দেশ মাটি ও ধর্ম রক্ষায় ঊর্ধে তুলে ধরা মুষ্টিবদ্ধ হাত মুর্হুমুহু 'ভারতমাতা কী জয়' ও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির মাধ্যমে এক অপূর্ব পরিবেশে ঠিক দুই ঘটিকায় শ্রী সুনীল মুন্সী মহাশয়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সভার সভাপতি শ্রী বারিদ বরণ গুহ মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ও বিশিষ্ট সর্বভারতীয় অতিথিবৃন্দ সহ সকলেই ভারতমাতা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নামাঙ্কিত পার্কে স্বামীজির নামে কোন ফলক বা মর্মর মূর্তি না থাকয়ে দুঃখপ্রকাশের সাথে, ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে শুদ্ধিকরণের কাজ করতে গিয়ে আব্দুল রশিদ নামে এক মুসলিম যুবকের পিস্তলের গুলিতে স্বামীজির মৃত্যুবরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন সভার সঞ্চালক শ্রী উপানন্দ ব্রহ্মচারী। সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের তরফে বক্তব্য রাখার সময় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, শিলচর, আসামের লড়াকু যুবনেতা শ্রী মিঠুন নাথ অসমের হিন্দু নির্যাতন ও তার প্রতিকারে কিছু লড়াকু দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। দিল্লী বজরং দলের শ্রী শৈলেন্দ্র জৈন পাঁচটি প্রদেশে বজরং দলের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী তপন ঘোষের সাথে তাঁর 'বন্দেমাতরম'-এর প্লাবন ঘটিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশে শ্রী কল্যাণ সিং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বর্তমানে রাষ্ট্রবাদী মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি সর্দার সরজিৎ সিং ডাং বলেন হিন্দুস্থানে হিন্দু পাচ্ছে সংখ্যালঘুর মর্যাদা। তাই বাংলা থেকে আওয়াজ উঠুক আর ছড়িয়ে পড়ুক সারা ভারতে। বিহারের গোরক্ষা আন্দোলনের নেতা যাঁর নেতৃত্বে বিহারে ১৬টি কসাইখানা বন্ধ হয়েছে, সেই বিনোদ যাদব আসামে কামাখ্যা মন্দির রক্ষায় লাচিৎ বরফুকনের সংগ্রামী ভূমিকার কথা বলে এখানেও সেই ভূমিকা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। সাভারকরের দৃষ্টি নিয়ে রাজনীতির হিন্দুকরণ ও হিন্দুত্বের রাজনীতিকরণের ডাক দিলেন শ্রী দীনেশ ত্যাগী, অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সহ সভাপতি।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে মান ও প্রাণরক্ষায় পলায়নপর হিন্দু সমাজের অবস্থার প্রতিকারে হিন্দু সংহতি সময়ের প্রয়োজনে যে কর্তব্যের আহ্বান দিয়েছে তাকে সমর্থন জানাতে ঐ জনসভায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনেক মহারাজের উপস্থিতি ও বক্তব্য জনতার তুমুল করতালিতে অভিনন্দিত হয়। দর্শকাসন ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান, তপেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ; নদীয়া ভারতমাতা মন্দিরের ব্রহ্মচারিণী স্মৃতি দেবী ও ইসকন, মায়াপুরের সন্ন্যাসী পূজ্য প্রভু অদ্বৈত

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হিন্দু সংহতির জনসভায় ভাষণরত শ্রী দীনেশ ত্যাগী।

সাহায্য করে। এসব তথ্যই জানিয়েছে পুলিশ।

২৬ নভেম্বর মুম্বই জেহাদী হামলার পর সফিকুলের কাছে নির্দেশ আসে শিলিগুড়িতে গিয়ে নতুন নতুন যুবকদের লস্কর-এ ভর্তি করার জন্য। এই নির্দেশ পেয়ে সফিকুল শিলিগুড়িতে গিয়ে সেনাবাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত ড্রাইভার হাজি আখতার হুসেনের সাহায্যে আর্মি ক্যান্টনমেন্টের পাশে একটি টায়ার সারানোর দোকান খোলে। এই সফিকুলের আসল বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহীতে। দশ বছর আগে ভারতে ঢোকে। ১৯৯৮ সালে দিল্লী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু ২০০৩ সালে সে তিহার জেল থেকে কি করে ছাড়া পেয়ে গেল, তা পুলিশও বলতে পারছে না। গত জুলাই মাসে হাসান মাস্টার ও মুস্তাক মুর্শিদাবাদে ধরা পরার পর তাদেরকে দীর্ঘ জেরা করে, তার সূত্র ধরে পুলিশ সফিকুল ও আখতার হুসেনকে গ্রেপ্তার করে। তাদেরকে জেরা করে জানা যায় ১৯৯৬-৯৭ সালে সফিকুল ২০ কেজি আর.ডি.এক্স. ভারতে নিয়ে এসে বিভিন্ন স্লিপার সেলকে সরবরাহ করে। পাকিস্তানের কুখ্যাত গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই.-এর ঢাকায় নিযুক্ত অফিসার আব্দুল করিম টুন্ডার অধীনে সফিকুল ভারতে তার অপারেশন শুরু করে। ২০০৩ সালে তিহার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ঢাকায় তার নির্দেশকর্তা পাল্টে যায়। বর্তমানে সে আই.এস.আই-এর আবদুল্লা খানের অধীনে কাজ করছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত গ্রামগুলিতে লস্কর-ই-তৈবার স্লিপার সেল নিযুক্ত করার কাজে লিপ্ত ছিল। ডি.আই.জি., সি.আই.ডি. (অপারেশন) এস.এন.গুপ্তা এই সমস্ত তথ্য জানিয়েছেন।

এই সম্পূর্ণ বিবরণ থেকে বোঝায় যায় যে পশ্চিমবঙ্গে আই.এস.আই. এবং লস্কর-এ -তৈবা-র জাল কতটা ছড়ানো এবং কারা এই কাজে সহযোগী।

[সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৪-১-০৯]

দেশকে মাতিয়ে দিলেন প্রমোদ মুতালিক

এক বছর পূর্বে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবসে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ কলকাতার ভারত সভা হলে ভাষণরত শ্রী প্রমোদ মুতালিক। মঞ্চে বসে শ্রীমতী হিমানী সাভারকর, স্বামী অসীমানন্দ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দ, ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী।

অনেকেই প্রমোদ মুতালিককে চেনে না। কারণ চেনানো হয় না। ইনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ৩৩ বছরের প্রচারক। সংঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পর তাঁকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন উত্তর কর্ণাটক প্রান্তের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্তীয় সংগঠন সম্পাদক এবং বজরং দলের সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রীয় সংযোজক। একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব তাঁর উপর ছিল। কিন্তু যেখানেই হিন্দুরা আক্রান্ত বা অপমানিত হয়, সেখানেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রমোদ মুতালিক। ফলে সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার, কেস। তাঁর উপর একসময় ৩৮টা কেস ছিল। এখনও আছে ১৬টা। মাসের পর মাস তাঁকে জেলে কাটাতে হয়েছে। হয়ত তারই ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন কর্ণাটকের হিন্দু যুবকদের কাছে নয়নের মণি। যুবকরা তো তাদের দেশ ধর্ম জাতির অপমান সহ্য করতে পারে না। তারা প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে চায়। এর জন্য তারা নেতা খোঁজে। প্রমোদ মুতালিকের মধ্যে তারা সেই নেতৃত্বকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সংগঠন তো এত ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করে না। সংগঠনের নিয়মিত কাজে এইসব ঝামেলার ফলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রমোদ মুতালিক তাঁর আলাদা পথ বেছে নিলেন ২০০৪ সালে। তিনি সংঘ প্রচারক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে

করে ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দু বিরোধী হিন্দুর বাচ্চারা। গ্রেপ্তার করা হল শ্রীরাম সেনার কর্মীদের। শেষ পর্যন্ত প্রমোদ মুতালিককেও গ্রেপ্তার করা হল।

পাবপ্রেমীরা শ্রীরাম সেনার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি একটা মঞ্চ গড়ে তুলে শ্রীরাম সেনার কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। প্রতিবাদ জানানোর জন্য তারা একটা অভিনব পদ্ধতি বের করল। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পাবগামীরা তাদের অপূর্ব রুচির পরিচয় দিল। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা পাবপ্রেমীদের কাছে আহ্বান জানাল গোলাপী রঙের মেয়েদের জাঙ্গিয়া (চাড্ডি) দান করতে। মেয়েদের এইসব অন্তর্বস্ত্র তারা শ্রীরাম সেনার সদস্যদের জন্য উপহার পাঠাবে। পাবপ্রেমীদের

পদস্খলন থেকে রক্ষা করতে চায়, তারা প্রমোদ মুতালিক ও শ্রীরাম সেনাকে কৃতজ্ঞতা জানাল।

ভ্যালেন্টাইন ডে'র প্রাক্কালে প্রমোদ মুতালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৭ই জানুয়ারী তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

১৪ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ কলকাতার ভারত সভা হলে যখন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা হয়, সেই অনুষ্ঠানে অন্যতম বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন শ্রী প্রমোদ মুতালিক। শ্রী মুতালিক ও তপন ঘোষ দীর্ঘদিনের সহকর্মী। তাঁরা শুধু সহকর্মী নন, সহমর্মীও।

এই বছর ১২ই জানুয়ারী কর্ণাটকের দেভানগিরি শহরে প্রমোদজী রাষ্ট্র রক্ষা সেনা

প্রথম পাতার শেষাংশ

হিন্দু সংহতি'র প্রথম প্রতিষ্ঠা....

আচার্য দাস। স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ মালাজপের সাথে ধর্মরক্ষায় শস্ত্র ধারণের ডাক দিলেন, আর স্মৃতি দেবী বললেন অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুদের বধ করার জন্য 'হিন্দু সংহতি' নরসিংহ অবতার রূপে আবির্ভূত। প্রভু অদ্বৈত আচার্য দাস কৃষ্ণের সংগ্রামের কথা বলার সময় মায়াপুরে কৃষ্ণ ভজনার ক্ষেত্র নির্মাণে সংঘর্ষের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। ধর্মরক্ষা সংঘর্ষ ছাড়া যে আজ আর সম্ভব নয়—মহারাজদের সুচিন্তিত অভিমতে সেটাই প্রকাশ পেয়েছে। সভা চলাকালীনই পূজ্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজীর ফোন আসে। তিনি সভার খবর জানতে চান এবং শুভেচ্ছা জানান। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি বাংলাদেশে মানে থাকায় এই সভায় যোগ দিতে পারেন নি।

হিন্দু সংহতির হিন্দী ওয়েবসাইট "Naiasha.com"-এর উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করলেন শ্রী উমেদ সিং বৈদ। তারপর বক্তব্য রাখতে এগিয়ে এলেন ভি.পি.সিং যাঁকে হিউম্যান কম্পিউটার বলতেন, ভারতের রাজনীতিতে যাঁকে চাণক্য বলা হত, বর্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান আন্দোলনের আহ্বায়ক শ্রী গোবিন্দাচার্য্য। তিনি বলেন, হাজার বছরের সহনশীল হিন্দুসমাজ আজ জায়গায় জায়গায় নির্যাতনের শিকার কেন হচ্ছে। কেনই বা অনুপ্রবেশের ফলে জনসংখ্যার পরিবর্তনের দিকে কারও কোন বিশ্লেষণ বা নজর নেই। নজর নেই National Register of Citizenship রাখার। সমগ্র বিশ্বকে সাথে নিয়ে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের মূলোচ্ছেদ করার দুটি সুযোগ ভারত হারিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। একটি আমাদের পার্লামেন্ট আক্রমণের সময় ও অপরটি ২৬/১১ মুম্বই আক্রমণের পর। অচিরেই তিনি

নিলেন ২০০৪ সালে। তিনি সংঘ প্রচারক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে শ্রীরাম সেনা নামে নতুন সংগঠন শুরু করলেন। কর্ণাটক প্রদেশে আজ তার বিশাল রূপ। হিন্দু সম্মান রক্ষায় সদা তৎপর এই শ্রীরাম সেনা। সুতরাং একদিকে নিপীড়িত অত্যাচারিত হিন্দুর ত্রাণকর্তা, অন্যদিকে সেকুলার মিডিয়ার দু'চোখের বিষ শ্রীরাম সেনা ও প্রমোদ মুতালিক।

ম্যাঙ্গালোর শহরে অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীদেরকে প্রলুব্ধ করে পাবে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বিপথগামী করার ঘৃণ্য চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। ১৮ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের মদ বিক্রি করা আইনত অপরাধ। পাবগুলির এই বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে শ্রীরাম সেনা বারবার প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল হয় না। তখন শ্রীরাম সেনার সদস্যরা গত ২৪ জানুয়ারী ম্যাঙ্গালোরের একটি পাবে ঢুকে জোর করে মদ্যপানরত কিশোর-কিশোরীদের বের করে দেয়। এই কাজ তারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাম্যানদের ডেকে তাদের সামনেই করে। উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট—সারা সমাজকে এই পাপ সম্বন্ধে সচেতন ও সাবধান করা।

ঘটনাটি টিভি-তে প্রচারিত হতেই রে রে মেয়েদের এইসব অন্তর্বস্ত্র তারা শ্রীরাম সেনার সদস্যদের জন্য উপহার পাঠাবে। পাবপ্রেমীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা গেল গোলাপী জাঙ্গিয়া দান করতে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। শ্রীরাম সেনার সদস্যদের রুক্ষ হৃদয়ে তারা প্রেমের সঞ্চার করতে চায়।

ইন্টারনেটে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হল। দুপক্ষেই তুমুল মতামত। রাজস্থানের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অশোক গেহলট পাব-সংস্কৃতির বিপক্ষে বক্তব্য দিলেন। কর্ণাটকের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীও পাব সংস্কৃতির বিপক্ষে মত দিলেন। ইন্টারনেটে অনেকেই প্রশ্ন করলেন—চ্যারিটি বিগিনস্ অ্যাট হোম। সুতরাং, যারা গোলাপী চাড্ডি পাঠাচ্ছে তারা তাদের স্ত্রী ও বোনেদের চাড্ডিও পাঠাচ্ছে কিনা? এবং সেটা তাদেরকে জানিয়ে পাঠাচ্ছে, না তাদেরকে গোপন করে পাঠাচ্ছে? শ্রীরাম সেনা ঘোষণা করল, এই অসভ্যদের সভ্য করতে তারা ওই পাবপ্রেমীদেরকে গোলাপী শাড়ি পাঠাবে।

সব মিলে ফল হল—সারা দেশ এই কিশোর কিশোরীদের পাব-কালচারে গা ভাসিয়ে দিয়ে অধঃপতনে যাওয়ার প্রবণতা সম্বন্ধে সচেতন হল। যারা নিজেদের পরিবারের সন্তানদের এই

এই বছর ১২ই জানুয়ারী কর্ণাটকের দেভানগিরি শহরে প্রমোদজী রাষ্ট্র রক্ষা সেনা গঠন করেছেন। পাঁচ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ২০০ জন কর্মীকে ইউনিফর্ম দিয়ে এই বাহিনীর শুভারম্ভ করা হয় পূজ্যপাদ সিদ্ধলিঙ্গেশ্বর মহাস্বামীর হাত দিয়ে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহন্ত রুদ্রেশ্বর মহাস্বামী, স্বামী জয়দেব মহারাজ এবং অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী।

এই রাষ্ট্র রক্ষা সেনা গঠনের পিছনে একটি বিশেষ কারণ আছে। গত চার বছর ধরে কর্ণাটকে মুসলমানরা কর্ণাটকে একটি আধা সৈনিক বাহিনী গঠন করেছে। এই বাহিনীর নাম 'পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া'। ১৯৯৮ সালে কোয়েম্বাটুর বিস্ফোরণের অন্যতম আসামী আসাদ মাদানির ভাই আব্দুল মাদানি এই বাহিনীর নির্মাতা। এই বাহিনীতে বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা দশ হাজার। প্রতি বছর তারা ১৫ই আগষ্ট প্যারেড করে। এবছরও (২০০৮) ঐদিন ম্যাঙ্গালোরে নেহেরু ময়দানে তাদের বিশাল প্যারেড অনুষ্ঠান হয়। এরই জবাব দেওয়ার জন্য শ্রী মুতালিক রাষ্ট্র রক্ষা সেনা গঠন করেছেন। কর্ণাটকের স্বাভিমানী ও সচেতন হিন্দুরা প্রমোদ মুতালিককে দুহাত তুলে আশীর্বাদ ও সহযোগিতা করছেন।

কর্ণাটকের দেভানগিরি শহরে ১২ই জানুয়ারী ২০০৯ তারিখে শ্রী প্রমোদ মুতালিক কর্তৃক রাষ্ট্র রক্ষা সেনা গঠন অনুষ্ঠানের দৃশ্য।

আমাদের পার্লামেন্ট আক্রমণের সময় ও অপরটি ২৬/১১ মুম্বই আক্রমণের পর। অচিরেই তিনি ভারতের বুকে I.S.I. এর ভূমিকা সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন বলে জানান। এরপর হিন্দু সংহতি'র সভাপতি হিন্দু জনতার নয়নের মণি শ্রী তপন ঘোষ তাঁর ভাষণে একদিকে পুলিশ প্রশাসন ও মিডিয়ার নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণকারী ভূমিকা ও সেই সাথে হিন্দু সংহতির কর্মীদের দেশ ও জাতি রক্ষায় দৃঢ় সংকল্পের আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্য, ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সবশেষে শ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম্ গীতের পর সভার কাজ সমাপ্ত হয় ও আগত জনসাধারণ অসীম উদ্দীপনা নিয়ে সভাস্থল পরিত্যাগ করে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

আমাদের কথা..

অভিযোগ পত্রটা কে লিখে দেবে? আমাদের অল্পশিক্ষিত কর্মীরাই অগোছালো ভাষায় ভুল বানানে সেই অভিযোগপত্রটা লিখে দিল। তারপর মেয়ের মা-বাবাকে থানায়ও নিয়ে গেল। কিন্তু সেই সময় সেই হিন্দু ধর্মের বড় বড় কথা বলা এম.এ. পাস স্কুল শিক্ষকটি সেই অভিযোগপত্রটি লিখতে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। অথচ এই কাজটি তিনি পকেটের একটি পয়সাও খরচ না করে করতে পারতেন। তবু তিনি করলেন না কেন? কারণ তাঁর সমস্ত হিন্দু ধর্মপ্রীতি শুধু মুখে। কাজে নয়। এরা ভণ্ড। এরা পাপী। এরা সমাজে চোর ডাকাতের থেকেও খারাপ। চোর ডাকাতরা সমাজের ক্ষতি করে বটে। কিন্তু এরা সমাজের ভিতরটাকে ফাঁপা করে দেয়। এদের দ্বারা সমাজের ক্ষতি বেশী হয়। তাই হিন্দু সংহতির কর্মীরা যেন এদেরকে শ্রদ্ধা না করে, এদের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট না করে। সেই সময়টুকু একজন দরিদ্র খেটেখাওয়া মানুষের কাছে গিয়ে বসলে অনেক বেশী শক্তি সঞ্চয় হয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে—যে দেশে অপূজ্য ব্যক্তিরা পূজা পায়, সে

শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

তপন কুমার ঘোষ

মধ্য কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক একটি ঐতিহাসিক পার্ক। অনেক বিখ্যাত নেতৃবৃন্দের সভা এখানে হয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এঁরাও এখানে রাজনৈতিক সভা করে গিয়েছেন। কিন্তু যাঁর নামে এই পার্ক, সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে মহান উদ্দেশ্যে প্রাণ দিয়েছেন, অর্থাৎ হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্য-সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সভা এই পার্কে সম্ভবতঃ কোনদিন হয়নি। এই পার্কে নেতাজীর মূর্তি আছে, কিন্তু শ্রদ্ধানন্দের কোন মূর্তি নেই। এমন কি এটি একটি জনপ্রিয় পার্ক হওয়া সত্ত্বেও এই পার্কের মেন গেটে একটা নামের বোর্ড পর্যন্ত নেই। একজন সাধারণ মানুষ এর কারণ বুঝতে পারবে না। সে মনে করবে এটা নিশ্চয়ই সরকারী গাফিলতি অথবা ঢিলেমি। কিন্তু একজন সচেতন হিন্দু বুঝতে পারবে এর পেছনে আসল কারণ কী! এ দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। এ রাজ্য ডবল ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষতার অলিখিত শর্ত হল---হিন্দুর খারাপটা বলতে হবে আর মুসলমানদের ভালোটা বলতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার অনিবার্য শর্ত হল মুসলমানের খারাপটা কোন মতেই বলা যাবে না। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অসুস্থ থাকাকালীন হত্যা করা হয়েছিল। তাই শ্রদ্ধানন্দের নাম করতে হলে তার

১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবসে জনসভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করছেন শ্রী গোবিন্দাচার্য্য ও স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ ।

মূর্তি বসাতে হলে হত্যাকারী আব্দুল রশিদের কথা এসে পড়বে, তার এই নৃশংস কাজের কথা এসে পড়বে। রশিদ কোন চোর ডাকাত ছিল না, সে তার ধর্মের অনুপ্রেরণায় শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করেছিল। সুতরাং, ইসলাম ধর্মের অসহিষ্ণুতার কথা এসে পড়বে। এই সমস্ত কথা অতি সত্য অতি বাস্তব হলেও এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অলিখিত অনিবার্য শর্ত অনুযায়ী তা বলা চলবে না। তাই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নামও নেওয়া চলবে না। তা তাঁর নামে পার্ক হলেও নয়। এই লেখাটির লেখক এই পার্কের পাড়াতে চল্লিশ বছর কাটিয়েছে। কিন্তু সে কোনদিন স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কোন ছবি কোন উপলক্ষ্যেই এই পার্কে দেখেনি। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী শুধু এই লেখক নয়, এই এলাকার সমস্ত মানুষ ঐ পার্কে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ছবি দেখল। শুনল ''ধর্মান্ধ আব্দুল রশিদের হাতে নিহত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অমর রহে।'' আর এই সব কিছু হল মাত্র এক বছর বয়সের **''হিন্দু সংহতি''** নামক সংগঠনের অনুষ্ঠানে।

মুসলমানরা বিদেশ থেকে এসে বিগত এক হাজার বছর ধরে কোটি কোটি হিন্দুকে তরবারির ডগায় ধর্মান্তরিত করেছে। আর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৈদিক শুদ্ধি যজ্ঞের মাধ্যমে দিল্লীর আশেপাশে মাত্র কিছু মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই ছিল তাঁর অপরাধ। তাই তাঁকে নিহত হতে হল মুসলমানের হাতে। এই ঘটনার পরে কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রী গান্ধী আততায়ী আব্দুল রশিদকে 'ভাই রশিদ' বলে সম্বোধন করলেন। সুতরাং গান্ধীভক্ত বাঙালীরা, গান্ধীভক্ত কংগ্রেসীরা বুঝে গেল রশিদকে কোন্ চোখে দেখতে হবে, আর স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে কোন্ চোখে দেখতে হবে। আর বাঙালীরা নাকি গান্ধীবিরোধী! তাহলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নামে এত অনীহা কেন? তাহলে কি একথা বুঝতে হবে যে বাঙালী গান্ধীবিরোধী হলেও বাঙালীর চোখে নিশ্চয় এই রশিদ মহান ধর্মনিরপেক্ষ। তাই তো শ্রদ্ধানন্দ সম্বন্ধে এই বিস্মৃতি।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উদ্দেশ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ

আর্য্য সমাজের প্রমুখ সন্ন্যাসী সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ২৩ ডিসেম্বর ১৯২৬ দিল্লীতে আব্দুল

মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো

ক্যানিং বিডিও-র লঞ্চে ডাকাতি

গত ৩১শে ডিসেম্বর রাতে ক্যানিং ১নং ব্লকের বিডিও প্লাবন গোস্বামী সপরিবারে লঞ্চে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। বাসন্তীর ভাঙনখালি জঙ্গলের কাছে ভুটভুটিতে চড়ে দুষ্কৃতিরা ঐ লঞ্চে লুটপাট চালায়। পুলিশ একটু নড়চড়ে বসে।

নিয়ে গিয়েছিল। অনেকবার ডাকাতরা এসে ভ্রমণকারী যাত্রী মহিলাদের উপর চড়াও হয়েছে। কিন্তু ডাকাতরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হওয়ার জন্য, এবং সেই সম্প্রদায়কে সব রাজনৈতিক দলই জামাই আদরে রাখতে চায়

আর্য্য সমাজের প্রমুখ সন্ন্যাসী সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ২৩ ডিসেম্বর ১৯২৬ দিল্লীতে আব্দুল রশিদের পিস্তলের গুলিতে নিহত হওয়ার পর তাঁর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন ঃ-

"আমাদের দেশে যাঁরা সত্যের ব্রতগ্রহণ করবার অধিকারী এবং সেই ব্রতকে **যাঁরা** পালন করবার শক্তি রাখেন তাঁদের সংখ্যা অল্প বলেই দেশের এত দুর্গতি। এমন চিত্তদৈন্য যেখানে, সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো অতো বড় বীরের এমন মৃত্যু যে কতদূর শোকাবহ তার বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। ..... যাঁরা মরণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্দ্ধে তুলতে পেরেছেন জীবন থাকতেই তাঁরা অমৃতলোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু, মৃত্যুর গুপ্তচর শ্রদ্ধানন্দের আয়ু হরণ করে ফিরে যায় না। ধর্মবিদ্রোহী ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্তকলুষিত বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে বিস্তার করে।.....

আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উদ্‌বোধন হয়েছে বলে যত ভেদ, যত ফাঁক, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই জন্যই আমরা মার খাচ্ছি। এই মার নানা রূপে আসে - কিন্তু আজ বড়ো করে দেখা দিল এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে।.....

এই যে রুদ্রবেশে পাপ দেখা দিলো, এতো ভালোই হয়েছে এক ভাবে।.....

আজকে না ভেবে উপায় নেই যে, কি করে একে চিরকালের মতো পরাভূত করা যায়। সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিই এমন শক্তি আমার নেই। তবে পরীক্ষা আরম্ভ করলে ক্রমে ক্রমে সে উপায় একদিন আমরা পাবই। আজকে সেই পরীক্ষা আরম্ভের আয়োজন।.....

আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের মধ্যে কোন ছিদ্র, কোন পাপ আছে। অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দুসমাজকে আহ্বান করতে হবে। বলতে হবে, পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি আমরা; বাইরের আঘাতের জন্য নয়, আমাদের ভিতরের পাপের জন্য; এসো সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি।.....

মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায় নি—এক ঈশ্বরের নামে **আল্লাহো আকবর** বলে সে ডেকেছে। আর আজ যখন আমরা ডাকবো **হিন্দু এসো**, তখন কে আসবে?.....

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হয়নি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এলো মহম্মদ ঘোরী, সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হই নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনো একত্র হতে পারলাম না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।.....

অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই—তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে।

আমরা প্রতিবেশীর কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ক্রূর হয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে তোমাদের ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না—কিন্তু সে আপিল হবে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনি আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে—কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ্য নিয়ে পরস্পরের কৃত্রিম বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে সে মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ কোনো ফল হবে না।.....

সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত যদি করি তবেই শত্রু আমাদের মিত্র হবে, রুদ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।"

জঙ্গলের কাছে ভুটভুটিতে চড়ে দুষ্কৃতিরা ঐ লঞ্চে লুটপাট চালায়। পুলিশ একটু নড়চড়ে বসে। ২২ জানুয়ারী দুপুরে ক্যানিং ফেরিঘাটে ঐ ডাকাতির দু'জন দুষ্কৃতি সৈফুদ্দিন লস্কর ও শামসুল লস্কর ধরা পড়ে। এই নিয়ে ওই ডাকাতিতে ১২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১০ জন গ্রেপ্তার হল। বেশ কিছু জিনিষও উদ্ধার করা গিয়েছে। বিডিও প্লাবনবাবু ক্যানিং থানায় উদ্ধার করা জিনিসপত্র শনাক্ত করতে এসে বলেন, 'মোবাইল, গয়না সহ বেশিরভাগ জিনিসই পেয়েছি। পুলিশের কাজে আমি খুশি।'

ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা অঞ্চলে ভ্রমণকারীদের লঞ্চে ডাকাতি সুন্দরবনের নিয়মিত ঘটনা। একবার এস.ডি.ও-র লঞ্চেও ডাকাতি করে ডাকাতরা এস.ডি.ও. পত্নীকে তুলে হওয়ার জন্য, এবং সেই সম্প্রদায়কে সব রাজনৈতিক দলই জামাই আদরে রাখতে চায় বলে এদের প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্তা নেওয়া হয় না। ধরা পড়লে দু-তিন মাস জেলে কাটিয়ে বেরিয়ে এসে আবার একই কাজ শুরু করে।

সুন্দরবনের নদীপথে বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালান, অস্ত্র আমদানী এদেরই কাজ। পুলিশ টাকার ভাগ পায়, আর দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এলাকার সাধারণ মানুষ অসহায় দর্শক।

বিডিও প্লাবনবাবু তো খুশি তাঁর জিনিসপত্র উদ্ধার হওয়ায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে পুলিশের তৎপরতা সবাই জানে। সুন্দরবনের জঙ্গল ও নদীতে আজ আইনশৃঙ্খলা নামমাত্র নেই।

[সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩-১-০৯]

তালিবানদের চোখে ভারত বিরোধী জিঘাংসা

আক্ষরিক অর্থেই জঙ্গলের রাজত্ব! দিনের আলোয় শহরে রাস্তায় একে-৪৭ উঁচিয়ে কয়েক হাজার লোকের ভিড়। গলায় ঝুলছে গ্রেনেড। চোখে জিঘাংসা। আর কথার ছত্রে ছত্রে ভারতের বিরুদ্ধে ঝরে পড়ছে বিদ্বেষ। একই সঙ্গে, লেখাপড়া-জানা 'আধুনিক' মেয়েদের বিরুদ্ধে নানা অবমাননাকর উক্তি। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকা-সহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের একটা বড় অংশে এখন এভাবেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তালিবানরা। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সোয়াট শহরে ফের নিজেদের শক্তি জাহির করল তারা। তালিবান নেতা সুফি মহম্মদ এবং মোল্লা রেডিও হুঙ্কার ছেড়েছে, ভারত ইসলামের শত্রু। তাই ভারতের জনবহুল শহরগুলিতে আত্মঘাতী হামলা চালানো হবে। ওই দেশে যে সব পাশ্চাত্য দূতাবাস আছে, সেখানেও বোমা মারা হবে।

জঙ্গীদের প্রভাব এতটাই বেড়েছে যে, মাত্র দু'দিন আগেই তাদের দাবি মেনে ওই বিস্তীর্ণ এলাকায় শরিয়ত আইন চালু করার অনুমতি দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এই সোয়াট উপত্যকায় তালিবানরা ইতিমধ্যেই ৪০০ মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে, পুরুষ সঙ্গী ছাড়া এবং বোরখা না পরে সাত বছরের বেশী বয়সের মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এই এলাকায় পাকিস্তানের কোন আইন আগে থেকেই চলে না। সেখানে বিভিন্ন উপজাতিদের নিজস্ব আইনই চলে। কিন্তু এবার পাকিস্তান সরকার একে আইনি স্বীকৃতি দিল। আমেরিকাও তা মেনে নিল। সোয়াট উপত্যকায় এই যে শরিয়তি আইন চালু হল, তার পূর্ব দিকে বিস্তার হয়ে ভারতে পৌঁছতে আর খুব বেশীদিন লাগবে কি?

[সূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন, ১৮-২-০৯]

মমতাজের অ আ ক খ

এক জাতি এক প্রাণ একতা। হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, একই মায়ের পেটের দুই সন্তান। এদের মধ্যে ভেদ করে কারা? সাম্প্রদায়িকরা, আবার কারা? আর মুসলমান তো সাম্প্রদায়িক হয় না! সুতরাং হিন্দু মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই হিন্দু মুসলমানে ভেদ করে। সাধারণ হিন্দু মুসলমান তো একসঙ্গে থাকতে চায়। এদের জন্যই ভেদাভেদ তৈরী হয়। নিশ্চয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বলা এইসব কথাগুলির সঙ্গে পাঠকরা পরিচিত। আজ আমরা পাঠকের সামনে তুলে ধরব শিশুদের মনে বিভেদের বীজ কিভাবে ঢোকানো হয়, কে বা কারা ঢোকায়।

সকল শিশু মনোবিশেষজ্ঞরা বলেন, একটা মানুষ সারা জীবনব্যাপী যে মূল ধারণাগুলি পোষণ করে, তা সবই তৈরী হয়ে যায় তার শিশুকালে আট বছর বয়সের মধ্যে। তখনই তার মনে তৈরী হয়ে যায়, কে আপন কে পর; কে মিত্র কে শত্রু। নিজ নিজ জাতি প্রীতি, ভাষাপ্রীতি ইত্যাদিও ওই শৈশবেই

তৈরী হয়। তাই কোন মানুষের জীবন গঠনে যেমন, তেমনি জাতি গঠনেও শিশুশিক্ষার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কথা মনে রেখেই প্রত্যেক দেশে শিশুদের প্রথম বর্ণ পরিচয় ও অক্ষরজ্ঞানের সময় সকল শিশুদের একই ধরণের বর্ণ পরিচয় করানো হয়, যাতে শিশুরা নিজেদের মধ্যে একতা অনুভব করতে পারে।

আমাদের বাংলা ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ লেখেন। তারপর বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার সেটিকে ছড়ার রূপ দেন। অত্যন্ত সরল ও আকর্ষণীয় সেই ছড়ার বই দিয়েই দীর্ঘ ৬০ বছর বাংলার শিশুদের বর্ণ পরিচয় করানো হচ্ছে। এই ছড়াগুলি সম্পূর্ণ সেকুলার। একমাত্র ঋ-য়ে 'ঋষিমশাই বসে পূজায়'-এই একটিমাত্র বাক্য ছাড়া আর কোথাও হিন্দুধর্মের কোন গন্ধ পর্যন্ত নেই। তবু আজ পশ্চিমবঙ্গের বহু মুসলিমবহুল গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে এবং আই.সি.ডি.এস.-র শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ঐ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা 'ছড়া ছবিতে হাসিখুশি অ আ ক খ' বইটি পড়ানো হচ্ছে না। তার বদলে 'মমতাজের অ আ ক খ' বইটি পড়ানো হচ্ছে, যার প্রচ্ছদেই উঁচু মিনার সহ বিশাল মসজিদের ছবি আছে। আর ভিতরে যা আছে তা নীচে উদ্ধৃত করা হল।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অ আ ক খ	মমতাজের অ অ ক খ	যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অ আ ক খ	মমতাজের অ অ ক খ
অ—অজগর আসছে তেড়ে	অ—অজু করে কোরআন ধর	ণ—(মূর্ধন্য) ণ নাকের পরে	ণ—স্মরণ করো আল্লা-তালায়
আ—আমটি আমি খাবো পেড়ে	আ—আজান শুরু উঠে পড়	ত—তিমি আপন শিকার ধরে	ত—তালা বন্ধ আজ মাদ্রাসায়
ই—ইঁদুর-ছানা ভয়ে মরে	ই—ইয়া ইলাহী নাজাত কর	থ—থালা ভরা আছে মিঠাই	থ—থালা ভরা ভাত দাও
ঈ—ঈগল পাখি পাছে ধরে	ঈ—ঈমান আমাল শক্ত কর	দ—দোয়াত আছে, কালি নাই	দ—দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে যাও
উ—উট চলেছে মুখটি তুলে	উ—উটের পিঠে ঐ মুসলমান	ধ—ধোপা কেমন কাপড় কাচে	ধ—আল্লার দোয়ায় ধনী হাসে
ঊ—(দীর্ঘ) উ-টি আছে ঝুলে	ঊ—ঊষাকালে ফজরের আজান	ন—নাপিত-ভায়া দাড়ি চাঁচে	ন—নয়ন ভরে জল যে আসে
ঋ—ঋষি মশাই ব'সে পূজায়	ঋ—ঋণ কোরোনা মেহেরবান	প—পাখির বাসা হাওয়ায় নড়ে	প—পশ্চিমে মক্কা জেনো মুসলমান
৯—৯ কার যেন ডিগবাজি খায়	৯—৯-বোঝে ইসলামী রমজান	ফ—ফোয়ারা হতে জল পড়ে	ফ—ফল, ফুল ক্ষেত আল্লাহর দান

সন্ত্রাসবাদীদের জন্য
মানবাধিকার নয় চাই পশু অধিকার—
সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি

নয়া দিল্লীতে ইন্ডিয়ান ল' ইনস্টিটিউট আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণ বিচারপতি শ্রী অরিজিত পাসোয়াত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন ঃ সন্ত্রাসবাদীদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে কী করে মানবতাবাদী সংগঠনগুলি পোস্টার টাঙিয়ে ধর্ণায় বসে? আমরা মানবাধিকারের কথা বলি। প্রকৃতপক্ষে যে সন্ত্রাসবাদীরা একে-৪৭, একে-৫৬ দিয়ে নিরীহ মানুষদের হত্যা করে—আমরা বোধহয় তাদের অধিকার নিয়েই উদ্বিগ্ন। এই সন্ত্রাসবাদীদের মানুষ বলা যাবে না, তারা হল অ-মানুষ পশু। সুতরাং যা প্রয়োজন তা হল পশুর অধিকার--- মানবাধিকার নয়। সাধারণ অপরাধী নয়—এদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীর ন্যায়ই কঠোর ব্যবহার করা উচিত। উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেন।

সলিসিটর জেনারেল জি.ই.বাহনবতী বলেন— "প্রচলিত আইনে সন্ত্রাসবাদী হামলার মোকাবিলা সম্ভব নয়। মুম্বই হত্যাকাণ্ডের পর দেখাতে হবে শুধু ফাঁকা আওয়াজ নয়, আমরা সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে জানি।" তিনি বলেন ২৬/১১-র জীবিত সন্ত্রাসবাদী আজমল কাসভের আত্মপক্ষ সমর্থন নিয়ে যে সোরগোল হচ্ছে আমি তা সমর্থন করি না। অন্ততঃ কাসভের পক্ষে সওয়াল করতে প্রস্তুত নই।

রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তীব্র কটাক্ষ করে বিশিষ্ট আইনজীবি নরিম্যান বলেন— "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীরা সুরক্ষিত—কিন্তু বৃহত্তর সমাজের সেই সুরক্ষা নেই। সুতরাং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে

ঋ—ঋষি মশাই ব'সে পূজায়
৯—৯ কার যেন ডিগবাজি খায়
এ—এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে
ঐ—ঐ দেখ ভাই চাঁদ উঠেছে
ও—ওল খেও না, ধ'রবে গলা
ঔ—ঔষধ খেতে মিছে বলা
ক—কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি
খ—খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি
গ—গোরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে
ঘ—ঘুঘু পাখি ডাকছে গাছে
ঙ—ঙ নৌকা, মাঝি ব্যাঙ
চ—চিতাবাঘের সরু ঠ্যাঙ
ছ—ছাগল-ছানা লাফিয়ে চলে
জ—জাহাজ ভাসে সাগর জলে
ঝ—ঝাড়ু হাতে এল কানাই
ঞ—ঞ চ'ড়ে নাচছে দু'ভাই
ট—টিয়াপাখির ঠোঁটটি লাল
ঠ—ঠাকুরদাদার শুকনো গাল
ড—ডুলি কাঁধে বেহারা যায়
ঢ—ঢুলি-ভায়া ঢোলক বাজায়

ঋ—ঋণ কোরোনা মেহেরবান
৯—৯-বোঝে ইসলামী রমজান
এ—এই বৃষ্টি আল্লার দান
ঐ—ঐ যে কাজী হাতে কোরআন
ও—ওজনে কম দেওয়া পাপ
ঔ—ঔষধ বিনা মরে বাপ্
ক—কোরআন পড়ে কাশেম ভাই
খ—খানাপিনার টেবিল চাই
গ—গম্বুজে ভরা এই মসজিদ
ঘ—ঘরে নামাজ পড়ে মজিদ
ঙ—রঙীন টুপী ইসলাম মানে
চ—চার খলিফা সবাই জানে
ছ—ছাতা মাথায় যাও বাড়ী
জ—জাহাজ দেবে সাগর পাড়ি
ঝ—ঝড় জলের এই রাত
ঞ—মিঞা সাহেব চিৎপাত
ট—টাকা পয়সা আল্লাহর দান
ঠ—ঠাণ্ডা মাথায় শোনো আজান
ড—ডর কোরোনা করতে রোজা
ঢ—ঢাকা শহর ঘুরতে মজা

প—পাখির বাসা হাওয়ায় নড়ে
ফ—ফোয়ারা হতে জল পড়ে
ব—বুলবুলিটির মুখটি কালো
ভ—ভালুক জানে বাসতে ভাল
ম—ময়ূর নাচে পেখম ধ'রে
য—যাঁতা ঘোরে হাতের জোরে
র—রাজহাঁসটির গলা সরু
ল—লাঠির চোটে পালায় গোরু
ব—বাঘের যত সাহস চোখে
শ—শকুন কাঁদে গোরুর শোকে
ষ—ষাঁড় ছুটেছে পুকুর-পাড়ে
স—সিংহ রাগে কেশর নাড়ে
হ—হাসিমুখটি দেখতে বেশ
ড়—ড়-এর দফা হল শেষ
ঢ়—ঢ়-এর মাথা কামড়ে খায়
ৎ—(খণ্ড) ৎ ঐ পুষির গায়
য়—য় ছিল তাই গেল বেঁচে
ং—(অনুস্বার) ং-টি হারিয়ে গেছে
ঃ—(বিসর্গ) ঃ-এর ভুঁড়ো পেট
ঁ—(চন্দ্রবিন্দু) ঁ-র মাথা হেঁট

প—পশ্চিমে মক্কা জেনো মুসলমান
ফ—ফল, ফুল ক্ষেত আল্লাহর দান
ব—বই-কোরআন ইসলামের মান
ভ—ভোরের বেলায় মধুর আজান
ম—মকবুল ভাই মাদ্রাসায় যায়
য—জাকাতে ধন বৃদ্ধি পায়
র—রণ সাজে রশিদ ভাই
ল—লা-ইলাহীর রহমত পাই
ব—বড় গাছে ঝড় লাগে
শ—শবে বরাত আলো মাগে
ষ—আষাঢ়ে বর্ষায় লাঙল ধর
স—সকলের মঙ্গল চিন্তা কর
হ—হাবীব তিনি নূরের নূর
ড়—ঝড়ের রাতে ইসলামপুর
ঢ়—দৃঢ় বিশ্বাসেই আল্লাহ তোমার
য়—আয়ু শেষে যাবেই পরপার
ৎ—অসৎ পথে চললে পরে
ং—বংশ গৌরব ভেঙে পড়ে
ঃ—দীন দুঃখীকে বুক দাও
ঁ—ঈদের চাঁদ সবে দেখাও

এই 'মমতাজের অ আ ক খ' বইটির প্রকাশক কলেজ স্ট্রীটের 'মেঘদূত' প্রকাশন। ঠিকানা—৪নং, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

এখন পাঠক বিচার করুন কোন্ বইটিতে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অ আ ক খ-তে মাত্র একবার 'ঋষি' শব্দটি আছে। আর মমতাজের অ আ ক খ-তে ৪ বার কোরআন, ৬ বার আল্লা, ৪ বার আজান, ২ বার ইসলাম, ২ বার মাদ্রাসা শব্দ আছে। আর আছে নামাজ, মসজিদ, ঈমান, জাকাত, রোজা, রমজান, ফজর, কাজী, হাবীব, নূর, শবেবরাত, মক্কা, লা-ইলাহী। এছাড়া মোট ৪৮টি বর্ণের ইলাসট্রেশনের ছবির মধ্যে ১৪টি মসজিদের ছবি, ২টি মাদ্রাসার ছবি, ৪টি নামাজ পড়ার ছবি আছে। ছড়ার ৪৮টি লাইনের মধ্যে তিনটি শহরের নাম আছে। শহর তিনটি হল মক্কা, ঢাকা, ইসলামপুর। যদি কোন শিশু পুস্তকে হিন্দু ধর্মের কথা এত বেশী করে তো দূরের কথা, এর থেকে অনেক কম করেও লেখা হত, তাহলে সেকুলাররা চিল চিৎকার শুরু করে দিত। এখন তারা কোথায়?

পাঠক দুটি বইয়ের এই ছড়াগুলিকে পড়ে ও তুলনা করে দেখুন শিশুদের মনে ধর্মীয় বিভেদের বীজ কারা ঢোকাচ্ছে। এই পত্রিকার অনেক পাঠকই জানেন যে ভারতের সংবিধান বলেছে—এদেশে হিন্দু শিশুদের হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু মুসলমান ও খ্রীষ্টান শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া সাংবিধানিক অধিকার। হিন্দু মুসলমান বিভেদের বীজ পোঁতার ব্যবস্থা এদেশে সংবিধানই প্রথম করেছে। তারপর অন্যরা সেই বীজে সার-জল দিয়ে সেটিকে বিষবৃক্ষে পরিণত করেছে। তারই একটি ছোট্ট ফল এই 'মমতাজের অ আ ক খ'।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার উপর জঘন্য হামলা

লণ্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা "দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট"-তে জন হ্যারির প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'Why should I respect these oppressive religions?' এতে লেখক খ্রীষ্টান, মুসলিম ও ইহুদী তিনটি ধর্মেরই সমালোচনা করেছেন। তাতে হজরত মহম্মদের ৫৩বছর বয়সে ৯ বছরের এক বালিকার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। কলকাতার ইংরাজী "The Statesman" পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী। প্রতিবাদে মুসলমানরা ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে রাস্তায় নেমেছে। চার দিন ধরে স্টেটস্‌ম্যান অফিসের সামনে ও ধর্মতলা চত্বরে রাস্তা অবরোধ ও ব্যাপক ভাঙচুর হল। দাবী পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেপ্তার করতে হবে ও পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত শান্তি আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পুলিশ প্রশাসন ওদের এই অন্যায় অগণতান্ত্রিক দাবীর কাছে মাথা ঝোঁকাল। পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে গ্রেপ্তার করল। আশ্চর্য ঘটনা হল, কলকাতার কোন পত্রিকা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর এই আক্রমণের কোন প্রতিবাদ তো করলই না, এমন কি ঘটনাটুকুও ছাপল না। কোন টিভি চ্যানেলও দেখাল না।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বঘোষিত প্রবক্তারা কেউ রাস্তায়ও নামল না, বিবৃতিও দিল না। তারা এখন যোগনিদ্রায় শায়িত। কলকাতার অনেক পত্রিকা, অনেক ম্যাগাজিন বহুবার হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর উপর, মহাপুরুষের উপর জঘন্য আক্রমণ করে অনেক লেখা লিখেছে। পুলিশের কাছে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও পুলিশ একটা কেস পর্যন্ত রেজিস্টার করে নি। আর এক্ষেত্রে সম্পাদককে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হল। দুই ধর্মের প্রতি পুলিশ ও প্রশাসনের এই দু'রকম ব্যবহার কেন? কারণটা সবাই জানেন— মুসলমানরা ধর্মের নামে হাতে ছোরা পিস্তল বোমা ধরে, হিন্দুরা ধরে না। তাই হিন্দু ধর্মের মান-সম্মান রক্ষার জন্য হিন্দু যুবকরাও মুসলিম ভাইদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে কিনা— মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে তার জবাব দিতে হবে।

ও আইনমন্ত্রীরা সুরক্ষিত—কিন্তু বৃহত্তর সমাজের সেই সুরক্ষা নেই। সুতরাং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে কোনরূপ আপোষ গ্রহণযোগ্য নয়।

[সূত্র ঃ দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৮-১-০৯]

২য় পাতার শেষাংশ

আমাদের কথা..

দেশের সর্বনাশ হয়।

এটা একটা উদাহরণ মাত্র দেওয়া হল। তার মানে শুধু শিক্ষকরাই এ দোষে দোষী নয়। হিন্দু সমাজের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি, যারা হিন্দুর স্বার্থে নিজের ক্ষমতামত কিছু অন্ততঃ করতে পারে, কিন্তু করে না, এরকম লোক অনেক। এদেরকে এদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজ থেকে এদেরকে শিক্ষা নিতে বলতে হবে। হিন্দুসমাজের অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পত্তি, জমি-জায়গার তো অভাব নেই। সবাই যদি নিজের সামর্থ্য মতো হিন্দুরক্ষার কাজে সামান্য একটু করে করে হাত লাগায়, তাহলে হিন্দু সংহতি কর্মীদের কাজ অনেক মজবুত ও ফলপ্রসূ হয়। সমাজের কাছ থেকে এটা আমরা আশা করি।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http:\\ hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffamil.com